যুগান্তর

তারিখ 26 JAN 2008
পৃষ্ঠা 2 কলাম 8

20

তদন্ত কমিটির রিপোর্ট

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস করেছে পরীক্ষা কমিটি

যুগান্তর রিপোর্ট

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ব্যবসায় গণিত বিষয়ের প্রশ্নপত্রটি পরীক্ষা কমিটি থেকে ফাঁস হয়েছে। গত ২ জানুয়ারি ওই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ায় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা স্থগিত করে। এ ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটি প্রশ্নপত্র ফাঁসের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পেয়েছে। বৃহস্পতিবার তদন্ত কমিটির রিপোর্ট ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসানের কাছে জমা পড়েছে। তবে কমিটি কারও বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করেনি। তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ফকির রফিকুল আলম বলেন, জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে সিন্ডিকেট।

জানা গেছে, রিপোর্টে তিনজন শিক্ষককে প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্য দায়ী করা হয়েছে। এদের মধ্যে দুজন ছিলেন পরীক্ষা কমিটিতে। অপর একজন ছিলেন প্রশ্ন করার দায়িত্বে (প্রশ্ন সেটার)। পরীক্ষা কমিটির দুজন হলেন— ঢাকা কমার্স কলেজের সহযোগী অধ্যাপক জাহিদ হোসেন শিকদার এবং তেজগাঁও কলেজের সহযোগী অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান। প্রশ্নপত্র প্রণেতা হলেন ঢাকা কমার্স কলেজের গণিত ও কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক পীরাজ আলী।

তদন্ত কমিটি সূত্রে জানা গেছে, নিয়ম ভেঙে প্রাইভেট টিউশনির সঙ্গে জড়িত শিক্ষকদের দিয়ে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মডারেশন এবং তাদের দিয়েই পরীক্ষা কমিটি গঠনের কারণেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। প্রসঙ্গত, ওই কোর্সের পরীক্ষা কমিটির পাঁচ সদস্যের মধ্যে দুজন শিক্ষক কোচিং ও প্রাইভেট ব্যবসার সঙ্গে জড়িত।

ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান বলেন, বেশকিছু দিন ধরেই একটি চক্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাব মর্যাদা ক্ষুণ্ন করতে নানা অপকর্ম করে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। ১০ বা ১২ ফেব্রুয়ারি সিন্ডিকেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণিত না হলে শিগগিরই তাকে ওই পদে সসম্মানে বহাল করা হবে।

এর আগে এই পরীক্ষার ১১ নভেম্বরের ইংরেজি পরীক্ষার প্রশ্নও ফাঁস হয়। পরে দ্বিতীয়বারও ১২ ও ১৩ জানুয়ারির পরীক্ষার তারিখ ঠিক করা হয়। কিন্তু সে প্রশ্নপত্রও ফাঁস হয়ে যায়। আগামী ২৯ ও ৩০ জানুয়ারি ওই দুটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।